বিদেশে ডাক্তারি পড়ায় নিয়ম বদল, বিপাকে পড়ুয়ারা

কলকাতা, ১২ মার্চ ঃ বিদেশে ডাক্তারি পাঠক্রমে ভরতির ক্ষেত্রে ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি কাম এনট্রান্স টেস্ট (নিট)-এ বসা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। একেবারে শেষ মুহূর্তে সিবিএসই-র এই ঘোষণা বেশ বিপাকে ফেলে দিয়েছে বিদেশে ডাক্তারি পড়তে ইচ্ছুক পড়ুয়াদের।

১০ মার্চ সিবিএসই-র তরফে জানানো হয়, মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট সংশোধন করে এমসিআই নতুন নিয়ম চালু করেছে। নতুন নিয়মে বলা হয়েছে, বিদেশের কোনো প্রতিষ্ঠানে ডাক্তারি পড়তে হলেও এবার থেকে প্রার্থীদের নিট-এ বসতেই হবে। এ বছর ৬ মে নিট-এর দিন স্থির হয়েছে। ওই পরীক্ষায় বসার জন্য আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন ১২ মার্চ। নতুন নিয়ম সম্পর্কে মেডিকেল কাউন্সিল গত ৮ মার্চ সিবিএসই-কে অবহিত করলেও, সিবিএসই তারও দু-দিন পরে বিষয়টি তাদের ওয়েবসাইটে দেয়। ফলে নতুন নিয়ম জেনে রাতারাতি আবেদনপত্র পূরণ করে জমা দেওয়া অনেকের ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়নি। এর জেরে ডাক্তারি পাঠক্রমে ভরতি হতে ইচ্ছুক পড়ুয়াদের মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভ বেড়েছে।

মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট সংশোধন করে এমসিআই নতুন নিয়ম চালু করেছে। নতুন নিয়মানুযায়ী, বিদেশের কোনো প্রতিষ্ঠানে ডাক্তারি পড়তে হলেও এবার থেকে প্রার্থীদের নিট-এ বসতেই হবে। এ বছর ৬ মে নিট-এর দিন স্থির হয়েছে।

যদিও সিবিএসই তাদের ত্রুটি স্বীকার করতে নারাজ। বোর্ডের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ছাত্রছাত্রীদের উচিত ছিল কেবলমাত্র সরকারি বিজ্ঞপ্তির জন্য অপেক্ষা না করে সিবিএসই নিয়মিত যেসব সংবাদ বুলেটিন প্রকাশ করে সেগুলোতে নজর রাখা। তা হলেই আর কোনো সমস্যা হত না। তা না করে পড়ুয়া বা তাদের অভিভাবকরা ভুল ঠিকানায় খবর জানতে চান। সেই কারণে তাঁরা খবর ঠিকমতো পান না। যে পড়ুয়ারা ডাক্তারির মতো উচ্চমেধার পাঠক্রমের জন্য উদ্‌গ্রীব, তাদের আরও সতর্ক হতে হবে। পড়ুয়াদের প্রতি তাঁর পরামর্শ, আবেদনপত্রে প্রথম পছন্দ হিসেবে নিজের দেশের নাম লেখা বাঞ্ছনীয়। তাঁর দাবি, মেধার দিক থেকে পিছিয়ে থাকা কিছু পড়ুয়া যারা নিট না দিয়েও বিদেশে গিয়ে ডাক্তারি পড়তে চায়, নতুন নিয়মে তাদের ছাড়া আর কারও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। সিবিএসই-র ওয়েবসাইট চব্বিশ ঘণ্টাই খোলা থাকছে বলে তিনি আশ্বাস দেন।

সরকারি বক্তব্যের সঙ্গে একমত নন এসএসকেএম হাসপাতালের প্রাক্তন শিক্ষক অমিয় মাইতি। তিনি বলেন, বিদেশের প্রতিষ্ঠানে পড়ার রাস্তা খোলা রাখতে পড়ুয়ারা একভাবে প্রস্তুতি নেয়। আচমকা নিয়ম বদলে গেলে অসুবিধা তো হবেই। তাছাড়া, সবাই তো আর বোর্ডের ওয়েবসাইটে চোখ রেখে বসে থাকে না। আর বোর্ডেরও এমন কোনো সিস্টেম নেই যে এসএমএস বা অন্য কোনোভাবে চটজলদি তথ্য সরবরাহ করবে।

বিদেশে ডাক্তারি পড়তে ইচ্ছুক এবারের নিট পরীক্ষার্থী আবদুল আজিজ বললেন, 'আমি সংবাদমাধ্যম থেকে খবরটা পেয়েই সিবিএসই ওয়েবসাইট সার্চ করে তড়িঘড়ি ফর্ম ভরতি করে জমা দিয়েছি। কিন্তু আমার অনেক বন্ধুই সেটা করতে পারেনি। তাদের আর এবার পরীক্ষা দেওয়া হল না।' ভারতীয় পড়ুয়াদের চিন, বাংলাদেশ ও ফিলিপিন্সে ডাক্তারি পড়তে পাঠায় 'সারস্বত অনলাইন ডট কম'। সংস্থার অ্যাকাডেমিক কাউন্সেলর শ্রেয়া ঘোষও পড়ুয়াদের অসহায়তার কথা স্বীকার করে নিলেন। বললেন, 'গত কয়েক মাস ধরেই শোনা যাচ্ছিল পরীক্ষার নিয়মকানুন বদলাবে। আমরা প্রতি দিন হাজার হাজার ফোন পাচ্ছিলাম। সবাই জানতে চাইছিলেন, খবরটা সত্যি কি না। কিন্তু সিবিএসই-র সরকারি ঘোষণা ছাড়া আমরা তো জবাব দিতে পারি না। এখন যা হল, তাতে তাড়াহুড়ো করে অনেকেই নিট-এর জন্য আবেদন করতে পারবে না।'

উদ্ধার হওয়া কার্তুজ, পিস্তল ও মোবাইল। ছবি ঃ প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র সহ গাঁজা, ধৃত ৭ দুষ্কৃতী

বর্ধমান, ১২ মার্চ ঃ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে একটি পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে সাত দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করল পুলিশ। রবিবার ভোর রাতে পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ বর্ধমানের গোদা এলাকার একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ওই দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করে। পুলিশের দাবি, ধৃতদের কাছ থেকে ২৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। এছাড়াও পাঁচ রাউন্ড কার্তুজ সহ ১টি ৭.৬ এমএম পিস্তল এবং আট রাউন্ড কার্তুজ সহ ৩টি ওয়ান শাটার পাইপগান, ৮টি মোবাইল ও ৫ হাজার টাকা উদ্ধার হয়েছে। ধৃতদের সোমবার বর্ধমান আদালতে পেশ করে পুলিশ।

জেলা পুলিশ সুপার কুণাল আগরওয়াল জানিয়েছে, বর্ধমান শহরের গোদা এলাকায় বেসরকারি হাসপাতালের পেছনে থাকা একটি সাদা রংয়ের পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে সাত দুষ্কৃতীকে ধরা হয়েছে। সম্প্রতি শহরে ঘটে যাওয়া চারটি অপরাধমূলক কাজের ঘটনায় এই দুষ্কৃতীরা যুক্ত ছিল বলে জেরায় স্বীকার করেছে। ধৃতদেরকে পুলিশ হেপাজতে নিয়ে ওই দলের বাকিদের ধরা হবে। ধৃতরা হল- অজয় দাস, অজয় মণ্ডল, অজিত রাউত, ঋতেশকুমার রাম, সঞ্জিতকুমার বিন্ত, রঞ্জিতকুমার বিন্ত ও অভিষেককুমার মণ্ডল।

বর্ধমান থানার পুলিশ কর্তারা জানিয়েছেন, কয়েকদিন আগে তাঁরা খবর পান গোদার ওই পরিত্যক্ত বাড়িটিতে পিস্তল-গাঁজার কারবার চলছে। এরপর থেকেই পুলিশের একটি দল সাদা পোশাকে বাড়ির উপর নজর রাখতে শুরু করে। রবিবার সন্ধ্যায় তারা তিন যুবককে বাড়ির ভিতর ঢুকতে দেখে। পুলিশ সুপারের দাবি, এর পরেই বর্ধমান থানা থেকে পুলিশের আরও একটি দল গোদায় পৌঁছে ওই বাড়িতে নজর রাখা শুরু করে। ভোরের দিকে অভিযান চালিয়ে পুলিশ আগ্নেয়াস্ত্র ও গাঁজা সহ তাদের গ্রেফতার করে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় ধৃতরা স্বীকার করে, শহরের পার্কাস রোডের একটি বৈদ্যুতিন যন্ত্রের দোকানে হানা দেওয়ার উদ্দেশেই এই দুষ্কৃতীরা ওই বাড়িতে জড়ো হয়েছিল। পুলিশ সুপার বলেছেন, অপরাধের ঘটনা ঘটিয়েই এই দুষ্কৃতীরা বিহারে চলে যেত।

পরীক্ষা ভালো হয়েছে, তাই মুখের হাসি চওড়া (বাঁদিকে)। রামপুরহাটে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের গোলাপ দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন এসডিপিও। ছবি ঃ ইন্দ্রজিৎ রায় ও তথাগত চক্রবর্তী

অমিত শা আসতে চাওয়ায় বিপাকে রাজ্য বিজেপি

কলকাতা, ১২ মার্চ (সংবাদ) ঃ আগামী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ নাগাদ এরাজ্যে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শা। তাঁর সেই ইচ্ছার কথা জানিয়ে দিল্লি থেকে দলের রাজ্য দপ্তরে একটি বার্তা এদিন এসে পৌঁছোতেই বিপাকে পড়ে গিয়েছেন দলের রাজ্য নেতৃত্ব। দলের রাজ্য নেতৃত্বের মতে, অমিত শা পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে রাজ্যে সফরে এলে দলেরই ভালো। দলীয় কর্মী ও সমর্থকরা তাতে উজ্জীবিত হবেন। ফলে নির্বাচনে ফলাফল ভালো হবে। কিন্তু বিপদ অন্যত্র। কারণ, সেসময় রাজ্যে চলবে উচ্চমাধ্যমিক ও দিল্লি বোর্ডের পরীক্ষা। ফলে আদালতের নির্দেশে সেসময় ব্যবহার করা যাবে না মাইক। তাই তাঁকে দিয়ে কোনো জনসভাও করানো যাবে না। তবে জানা গিয়েছে, আগামী ১৭ মার্চ বসছে দলের রাজ্য কমিটির বৈঠক। সেই বৈঠকেই তাঁরা অমিত শার এরাজ্য সফরের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন।

দেহ উদ্ধার

হলদিয়া, ১২ মার্চ ঃ অগ্নিদগ্ধ হয়ে এক যুবকের মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। মৃতের নাম রাজু দাস (৩২)। ঘটনাটি ঘটেছে হলদিয়ার ভবানীপুর থানার দক্ষিণ কসবেড়িয়া গ্রামে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, মাসখানেক আগে পারিবারিক অশান্তির কারণে রাজুর স্ত্রী নন্দীগ্রামে বাপেরবাড়িতে চলে যান। বাড়িতে একাই থাকতেন রাজু। রবিবার বাড়ি থেকে আগুন ও ধোঁয়া বেরোতে দেখেন স্থানীয়রা। বাড়িতে এসে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় রাজুকে উদ্ধার করে হলদিয়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। পারিবারিক অশান্তির কারণে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন বলে স্থানীয়দের বক্তব্য।

নান্টু প্রধান খুনের ঘটনায় ধৃত আরও ২

ভগবানপুর, ১২ মার্চ ঃ মহম্মদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের উপপ্রধান নান্টু প্রধানকে খুনের অভিযোগে দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে আরও দুজনকে গ্রেফতার করল ভগবানপুর থানার পুলিশ। সোমবার ধৃতদের কাঁথি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক পাঁচদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। ধৃতরা হল- শ্রীকৃষ্ণ খালুয়া (২১), বাড়ি ভগবানপুরের গড়ভেড়া গ্রামে। অপরজন অর্ধেন্দু বাগ (২১)। তাঁর বাড়ি ভগবানপুরের কাদুয়া গ্রামে। রবিবার দিন পুলিশ অভিযান চালিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথর প্রতিমা থানা এলাকা থেকে দুজনকে গ্রেফতার করে। পুলিশ আরও জানিয়েছে, ইতিমধ্যেই নান্টু প্রধানকে খুনের ঘটনায় ৭১ জনের মধ্যে মোট ১৩ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তদন্ত দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে বলে জানান পুলিশ সুপার ভি সোলেমন নেশাকুমার। উল্লেখ্য, ২৪ ফেব্রুয়ারি শনিবার দুপুরে ভগবানপুর থানার মোবারকপুরে মহম্মদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের উপপ্রধান নান্টু প্রধানকে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা খুন করে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় আরও পাঁচজন গুরুতর আহত হয়। এ বিষয়ে পরিবহণমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন, পরিকল্পিতভাবে ডেকে নিয়ে গিয়ে নান্টু প্রধানকে খুন করা হয়েছে। যদিও স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, মৃত্যুর আগে বেশ কিছুদিন ধরেই মোবারকপুর এলাকায় মাছের ভেড়ি নিয়ে স্থানীয় কিছু যুবকের সঙ্গে তাঁর ঝামেলা চলছিল। তার জেরেই খুন হতে হয়েছে নান্টুবাবুকে।

সমকামিতার অভিযোগে উত্তপ্ত কমলা গার্লস

কলকাতা, ১২ মার্চ (সংবাদ) ঃ ফের উত্তপ্ত দক্ষিণ কলকাতার কমলা গার্লস হাইস্কুল। কিছুদিন আগেই এক ছাত্রীকে যৌন নিগ্রহের অভিযোগে গ্রেফতার হয় সেই স্কুলেরই এক কর্মী। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেসময় ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এবার ছাত্রীদের সমকামিতার অভিযোগে ফের উত্তপ্ত কমলা গার্লস। শেষ পর্যন্ত শিক্ষক ও অভিভাবকরা দ্বারস্থ হয়েছেন স্থানীয় রবীন্দ্র সরোবর থানায়।

জানা যায় যে, ওই স্কুলের নবম শ্রেণির কিছু ছাত্রীর বিরুদ্ধে সমকামিতার অভিযোগ ওঠে। তাদের মধ্যে ১০ ছাত্রী প্রধান শিক্ষিকার কাছে লিখিত স্বীকারোক্তি দিয়েছে। এদিন দুপুরে স্কুল কর্তৃপক্ষ ওই ১০ জন ছাত্রীর অভিভাবকদের ডেকে সতর্ক করতে গেলে অভিভাবকরা প্রধান শিক্ষিকার অভিযোগ অস্বীকার করেন। ছাত্রীরাও জানায়, তাদেরকে জোর করে ভয় দেখিয়ে ওই বয়ান লিখিয়ে নেওয়া হয়েছে। এরপরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন অভিভাবকরা। সরাসরি প্রধান শিক্ষিকার ঘরে ঢুকে তাঁরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন।

এদিন প্রধান শিক্ষিকা বলেন, সহপাঠীদের অভিযোগক্রমে তাঁরা ওই ছাত্রীদের ডেকে পাঠালে তারা প্রথমে অভিযোগ স্বীকার করে নেয়। পরে যাতে তারা অস্বীকার করতে না পারে সেই জন্য স্বীকরোক্তি লিখিয়ে নেন। প্রধান শিক্ষিকার ওই বক্তব্য ও ছাত্রীদের অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে স্কুল চত্বর। শেষ পর্যন্ত দু-পক্ষই থানায় হাজির হয়।

রাজ্যসভা আসনে ৬ জন প্রার্থীর মনোনয়ন পেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ মার্চ ঃ রাজ্যসভা নির্বাচনের পাঁচটি আসনের জন্য ছয়জন প্রার্থী সোমবার মনোনয়নপত্র পেশ করলেন, যা নিয়ে দিনভর সরগরম ছিল বিধানসভা ভবন। পাঁচটি শূন্য আসনের প্রথম চারটিতে শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের চারজন প্রার্থীর জয় নিশ্চিত। এঁরা হলেন- নাদিমুল হক, শান্তনু সেন, আবির বিশ্বাস ও শুভাশিস চক্রবর্তী। পঞ্চম আসনের জন্য কংগ্রেস প্রার্থী অভিষেক মনু সিংভি ও বামফ্রন্টের রবিন দেব মনোনয়নপত্র পেশ করেন। যদিও কংগ্রেস প্রার্থীকে শাসকদল সমর্থন করবে বলে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করায় তাঁর জয়ও নিশ্চিত বলে রাজনৈতিক মহল মনে করে। অন্যদিকে সিপিএম প্রার্থী রবিন দেবের আশা, বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তিনিও জনপ্রতিনিধিদের পছন্দের ভোট পাবেন। এদিন বিধানসভা ভবনে তিনিই প্রথম মনোনয়নপত্র পেশ করেন। সঙ্গে ছিলেন বামফ্রন্ট পরিষদীয় নেতা সুজন চক্রবর্তী। এদিন ছিল রাজ্যসভা নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন। প্রথমে সিপিএম প্রার্থী রবিন দেব, এরপর কংগ্রেস প্রার্থী অভিষেক মনু সিংভি ও সবশেষে তৃণমূলের চারজন প্রার্থী মনোনয়নপত্র পেশ করেন। কংগ্রেসের অভিষেক মনু সিংভি এদিন বিধানসভা ভবনে জানান, রাজস্থানের মানুষ হলেও এই বাংলা তাঁর অনেক কাছের। তাঁর মা এখানে স্কুল, কলেজে পড়েছেন। বিশিষ্ট মনীষীদের স্মৃতিধন্য এই রাজ্য থেকে মনোনয়ন পাওয়ার জন্য তিনি গর্বিত। তাঁকে সমর্থন দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরি সহ অন্যদের তিনি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। এই মুহূর্তে বিজেপি বিরোধী ভোট ঐক্যবদ্ধ রাখার উপর গুরুত্ব দেন তিনি। তিনি জানান, রাজ্যসভায় তৃণমূল কংগ্রেসকে বিষয়ভিত্তিক সমর্থন দেবে কংগ্রেস। যদিও রাজ্য সরকার বিরোধী আন্দোলনে কংগ্রেসের ভূমিকা একই থাকবে বলে জানান তিনি। সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা অধিবেশনেও কংগ্রেস ও বামফ্রন্ট রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে একযোগে কক্ষ সমন্বয় করে কাজ করেছে। পঞ্চম আসনটিতে উভয় পক্ষের গ্রহণযোগ্য কোনো প্রার্থীকে মনোনয়ন দেওয়া নিয়ে রাজ্যস্তরে আলোচনাও চলছিল। এরই মাঝে কংগ্রেসের জাতীয় নেতৃত্ব অভিষেক মনু সিংভির নাম ঘোষণার সঙ্গেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে সমর্থন দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। ফলত ক্ষুব্ধ কোণঠাসা বামফ্রন্ট মর্যাদা রক্ষায় রবিন দেবকে প্রার্থী করে।

পুজোর আগেই চালু ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো

কলকাতায় সাংবাদিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। -রাজীব মণ্ডল

কলকাতা, ১২ মার্চ (সংবাদ) ঃ ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো চালু হবে দুর্গাপুজোর আগেই। তবে সেই মেট্রোর যাত্রাপথ হবে মাত্র ৫.৫ কিলোমিটার। বিধাননগর সেক্টর ফাইভ থেকে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন পর্যন্ত মেট্রো চলবে বলে এদিন জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। তিনি জানান, আগামী ২ অক্টোবর গান্ধি জন্মজয়ন্তীতেই উদ্‌বোধন হবে যাত্রাপথের। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন থেকে ফুলবাগান পর্যন্ত মেট্রো চলাচল শুরু হবে ২০১৯-এ। ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই পুরোপুরি চালু হবে বলে আশা ব্যক্ত করেন তিনি।

এদিন তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসা করে বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে ঝালমুড়ি খাওয়ার পুরস্কারও তিনি পেয়েছেন। তিনি বলেন, ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো প্রকল্পে রাজ্য সরকার পুরোপুরি সহায়তা করছে। সেই কারণে তিনি রাজ্য সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ।

পদত্যাগের কোনো ইচ্ছাই নেই, জানালেন শোভন

কলকাতা, ১২ মার্চ (সংবাদ) ঃ কলকাতার মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে নানা খবর ছড়াচ্ছে। সোমবার মেয়র তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলে জানিয়ে দেন, তাঁর পদত্যাগের কোনো ইচ্ছা নেই। তিনি জানান, দলের পক্ষ থেকে যদি তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা এনে সরানো হোক। অন্যদিকে, এদিন কলকাতার মেয়র তথা মন্ত্রী শোভন চট্টোপাধ্যায় রবিবার রবীন্দ্র সরোবর থানায় গিয়ে তাঁর গোলপার্কের বাড়িতে দুষ্কৃতী হামলার আশঙ্কা করে একটি অভিযোগ জানিয়েছিলেন। সেই অভিযোগের তির ছিল স্ত্রী রত্নার দিকেই। তিনি ওই অভিযোগে জানিয়েছেন, বর্তমানে তিনি গোলপার্কের পৈতৃক বাড়িতে থাকছেন। তাঁর স্ত্রী সেই বাড়িটি দখল করতে চাইছেন। ওই ব্যাপারে রত্নাদেবী পালটা অভিযোগ করেন, তাঁর স্বামী বর্তমানে যে বাড়িতে আছেন, তা তাঁর পৈতৃক বাড়ি নয়। সেটি রয়েছে তাঁর ভাইয়ের নামে। এছাড়া দুষ্কৃতী নিয়ে তা দখলের কোনো ইচ্ছা তাঁর নেই। বিবাহবিচ্ছেদ সহ একাধিক মামলায় জর্জরিত রত্নাদেবী। সেই সময় আগাম জামিন তাঁকে অনেকটাই স্বস্তি এনে দিল।

জামিন মেয়র-পত্নী সহ ৪ জনের

শোভনবাবুর স্ত্রী রত্না চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর তিন আত্মীয় কলকাতার আলিপুর আদালতে আত্মসমর্পণ করলে বিচারক তাঁদের জামিনে মুক্তি দেওয়ার আদেশ দেন। রত্না চট্টোপাধ্যায় সহ চারজনকে ২ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে আগাম জামিন মঞ্জুর করেন বিচারক।

গত বছর ৪ নভেম্বর বেহালার পর্ণশ্রীর বাড়ি ছাড়েন মেয়র। পরের দিন তিনি পর্ণশ্রী থানায় স্ত্রী ও ৩ আত্মীয়র বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। রত্নার আইনজীবী সুভাশিস দাশগুপ্ত বলেন, তাঁর মক্কেল সে সময় লন্ডনে ছিলেন। তবুও তিনি, তাঁর জা চন্দ্রশ্রী ও পারিবারিক বন্ধু মধুমিতা ঘোষ নাকি শোভনবাবুর পাঠানো লোককে বাড়িতে ঢুকতে দেননি। মেয়রের জিনিসপত্র ওই লোকদের হাতে না দিয়ে বাড়িতে তালা ঝুলিয়ে দেন। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে ৪ জন আগাম জামিনের আবেদন জানান। এদিন আদালত তা মঞ্জুরও করে।

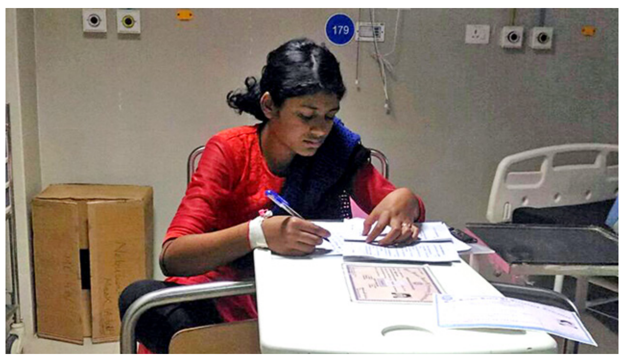

হাসপাতালে বসেই পরীক্ষা দিচ্ছে নাসিমা। ছবি ঃ চিত্ত মাহাতো

হাসপাতালেই মাধ্যমিক

ঝাড়গ্রাম, ১২ মার্চ ঃ মনের জোর নিয়েই ঝাড়গ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে জীবনের প্রথম বড়ো পরীক্ষা দিল পড়িহাটি বিধানচন্দ্র বিদ্যালয়ের ছাত্রী নাসিমা খাতুন। তার মাধ্যমিক পরীক্ষার সিট পড়েছিল এড়গোদা নিত্যানন্দ হাইস্কুলে। কিন্তু গত শনিবার ভুল করে সে ভাইয়ের জন্য বাড়িতে রাখা ওষুধ খেয়ে নেয়। এরপর থেকেই অসুস্থতা বোধ করতে থাকে। রবিবার তাকে ঝাড়গ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভরতি করা হয়। কিন্তু চিকিৎসক তার শারীরিক অসুস্থতার জন্য সোমবারও তাকে ছাড়েননি। কিন্তু নাসিমা জানায় যে সে পরীক্ষা দিতে চায়। এরপর হাসপাতালের সুপার খবর দেন ঝাড়গ্রামের এসডিপিও দীপক সরকারকে। দীপকবাবু এসডিও নকুলচন্দ্র মাহাতোর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। নাসিমার মনের জোর দেখে এসডিপিও ও এসডিও পুরো দায়িত্ব নেন। দীপকবাবু পরীক্ষার জন্য পেন, পেনসিলের ব্যবস্থা করেন। পরীক্ষা দেবার জন্য আলাদা রুমের ব্যবস্থা করে জেলা প্রশাসন। পরীক্ষা শুরু হয় বেলা ১টায়, আর শেষ হয় ৪টার সময়। নাসিমার মা হাসিনা বিবি জানান, জেলা প্রশাসনের চেষ্টায় তাঁর মেয়ে পরীক্ষা দিতে পারল। নাসিমা জানিয়েছে, তার পরীক্ষা ভালো হয়েছে।

পলিব্যাগে ক্ষুব্ধ চটকল মহল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ মার্চ ঃ কেন্দ্রীয় সরকার রবি মরশুমে প্যাকেজিং-এর জন্য ২,৫৮,০০০ পলিব্যাগ ব্যবহারের অনুমোদন দেওয়ায় রাজ্যের চটকল মহল ক্ষুব্ধ। কেন্দ্রের খাদ্য ও গণবণ্টন বিভাগ (ডিএফপিডি)-এর বক্তব্য, তারা চলতি মাসে রেল ১৫,৬৪০০ চটের ব্যাগের বরাত দিলেও তা মেলেনি। ফলে প্যাকেজিং-এর ব্যাগের অভাব মেটানোর জন্য পলিব্যাগ ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের চটশিল্প বাঁচানোর জন্য প্যাকেজিং-এ চটের ব্যাগ ব্যবহার বাধ্যতামূলক করার দাবি দীর্ঘদিনের, যা অংশত মেনেছিল কেন্দ্র-ও। কিন্তু রবি মরশুমে পলিব্যাগের ব্যবহারে কেন্দ্র অনুমোদন দেওয়ায় তা ব্যাহত হবে বলে ক্ষুব্ধ চটকল মহল।

থমথমে ভাঙড়, ধৃত এক তৃণমূল কর্মী

কলকাতা, ১২ মার্চ (সংবাদ) ঃ তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে এক যুব কর্মীর মৃত্যুর পরও থমথমে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ের বামনহাটার বকডোবা গ্রাম। এদিনও সেখানে পুলিশ, র‍্যাফ ও কমব্যাট ফোর্সকে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। ওই ঘটনায় নিহত মনু প্রামাণিকের দেহের ময়নাতদন্তের পর পুলিশ স্থানীয় তৃণমূল কর্মী জলধর মণ্ডল ওরফে গোগোকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মনুর দেহের ময়নাতদন্তের রিপোর্ট অনুযায়ী তাঁর শরীরে কোনো গুলির দাগ পাওয়া যায়নি। গণপ্রহারেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। রবিবার সকাল ১০টায় তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দলে খুন হন মনু প্রামাণিক। তার জেরে উত্তাল হয়ে ওঠে স্থানীয় এলাকা। এদিকে, বাবার মৃত্যুর জেরে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসতে পারল না মনু প্রামাণিকের মেয়ে। ঘটনার পর থেকেই মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে মেয়েটি। এছাড়া কখন বাবার মৃতদেহ হাতে পাবে তা নিয়েও ছিল সংশয়। সে শুধু বলে তার বাবা তাকে সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে যাবেন বলেছিলেন। বাবা নেই, কে তাকে নিয়ে যাবে। তাই সে পরীক্ষাই দিতে যেতে পারছে না।

শিক্ষায়তনে স্যানিটারি ন্যাপকিন মেশিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ মার্চ ঃ রাজ্য সরকার ৬৯টি মহিলা কলেজে স্যানিটারি ন্যাপকিনের মেশিন বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর জন্য শিক্ষা দপ্তর ৪৫ লক্ষের বেশি টাকা বরাদ্দ করেছে বলে সরকারি সূত্রে খবর। ছাত্রীদের স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতাবোধ বাড়ানোই এর উদ্দেশ্য। মহিলা কলেজগুলি এই প্রকল্পের আওতায় আসবে। এর মধ্যে ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ও আছে। কলকাতায় আছে ৩০টি মহিলা কলেজ। এর জন্য কলেজ পিছু প্রায় ৬৬ হাজার টাকা খরচ হবে।

মনু সিংভিকে সমর্থন কেন, তৃণমূলকে কটাক্ষ মুকুলের

কলকাতা, ১২ মার্চ (সংবাদ) ঃ রাজ্যসভার পঞ্চম আসনে তৃণমূল অভিষেক মনু সিংভিকে সমর্থন করায় প্রশ্ন তুললেন বিজেপি নেতা মুকুল রায়। বিজেপি নেতাদের সঙ্গে মুকুল রায় সোমবার রাজভবনে যান। সেখান থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ওই প্রশ্ন তোলেন তিনি। তিনি বলেন, 'মনু সিংভি হলেন ১১,৫০০ কোটি টাকা ব্যাংক জালিয়াতির নায়ক নীরব মোদির নিকটাত্মীয়। বিষয়টি যে তৃণমূল নেত্রীর অজানা তা নয়। তা সত্ত্বেও তিনি তাঁকে এরাজ্য থেকে রাজ্যসভার পঞ্চম আসনে প্রার্থী করেছেন।'

রাজভবন থেকে বেরিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষও তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতি কটাক্ষ করেন। তিনি বলেন, 'ঠেলায় পড়ে আজ রাম নাম নিচ্ছে তৃণমূল। কখনও পুরোহিত সম্মেলন, কখনও হনুমান পুজো, এবার রামনবমী করার নির্দেশ দিচ্ছেন দিদিমণি। এ তো খুব ভালো কথা।'

ধর্মীয় রাজনীতির পক্ষে সওয়াল করে তিনি বলেন, এদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। যাঁরা তার ফসল ঘরে তুলতে ব্যর্থ তারাই হা-হুতাশ করেন। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, রামনবমীর মিছিলে অস্ত্র নিয়ে জনগণ বের হবেন কিনা তা জনগণ ঠিক করবেন। তা নিয়ে বিজেপি মাথা ঘামাবে না। রাম তাঁদের দেবতা তাই রামের উৎসবে তাঁরা অংশ নেবেনই।

চা রপ্তানি বাড়ল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ মার্চ ঃ ভারতের চা রপ্তানি গত এক বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে। গতবছর এপ্রিল থেকে চলতি বছরের জানুয়ারি মাস অবধি ৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে তা ২০০.৬৭ মিলিয়ন কেজি হয়েছে বলে চা শিল্প মহল সূত্রে জানা গিয়েছে। চা পর্ষদ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ১০ মাস সময়কালে রপ্তানি হওয়া চায়ের অর্থমূল্য ছিল ৩,৯৭০.৩৭ কোটি টাকা।

আগের বছর ওই সময়ে রপ্তানির অর্থ মূল্য ছিল ৩,৮৭৪.৮২ কোটি টাকা। তবে ইরানে রপ্তানি বৃদ্ধি পেলেও ইংল্যান্ডে তা কমেছে। রাশিয়া, পাকিস্তান, ইউক্রেন, কাজাকাস্তান ইত্যাদি দেশে ভারতের চা রপ্তানি হয়। গতবছর ৩৬ বছর পর চা রফতানিতে শীর্ষস্থান পেয়েছে এই দেশ।

দক্ষিণবঙ্গের হাতিদের দেহে বসছে রেডিয়ো কলার

কলকাতা, ১২ মার্চ ঃ পশ্চিমবঙ্গে হাতিদের দেহে রেডিয়ো কলার বসানো হবে।। তবে এবার এক দশক আগের মতো গবেষণার কারণে নয়, মানুষ-পশু সংঘাত রুখতেই এই বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ বন দপ্তর। আগামী সপ্তাহের মধ্যেই দক্ষিণবঙ্গের কমপক্ষে দুটি হাতির দেহে রেডিয়ো কলার বসানো হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্য বন্যপ্রাণী আধিকারিক রবিকান্ত সিনহা।

তিনি বলেন, 'মেদিনীপুর বিভাগ থেকেই হাতিদের দেহে রেডিয়ো কলার বসানোর পরিকল্পনা নিয়েছি।' এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে মানুষ-পশু সংঘাত রুখতে হাতির দেহে রেডিয়ো কলার বসানোর এটাই প্রথম উদ্যোগ হবে।

ইদানীং দক্ষিণবঙ্গে বাঘ, হাতির উপদ্রব বেড়েছে। তাই 'ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ সায়েন্স' (আইআইএসসি)-এর প্রযুক্তিগত সাহায্যে হাতির দেহে রেডিয়ো কলার বসানোর উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য বন দপ্তর। রবিকান্ত সিনহা জানান, আগে গবেষণার জন্য দলছুট বা একাকী ঘোরে এরকম হাতির দেহে রেডিয়ো কলার বসানো হত। এবার দলবদ্ধ হাতিদের রেডিয়ো কলারের সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে। এরফলে হাতিদের গতিবিধি জানা যাবে এবং মানুষ-পশু সংঘাত কমবে বলে আশাবাদী তিনি। এক প্রবীণ বনাধিকারিক জানান, রেডিয়ো কলার সংযুক্ত হাতিরা কোনো গ্রামের দিকে এগোলেই সেটা জানা যাবে। ফলে ঠিক সময়ে বনকর্মীরা ওই গ্রামে গিয়ে হাতির দলকে তাড়াতে পারবে।

বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০০৩ সালে শেষবার পশ্চিমবঙ্গে হাতিদের দেহে রেডিয়ো কলার বসানো হয়েছিল। আইআইএসসির এক গবেষক জানান, ২০০৩ সালে গবেষণার জন্য বক্সা ও জলদাপাড়া জঙ্গলকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। সেবার এই দুটি জঙ্গলের সাতটি হাতির দেহে রেডিয়ো কলার বসানো হয়েছিল।